দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN 2008

সুপারিশ সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেই

সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ভাগ্য এখন ফাইলবন্দি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে আটকে আছে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার কার্যক্রম। সংসদীয় কমিটি, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি, সচিব কমিটিসহ বহু কমিটি চার বছর ধরে অন্তত দশবার বৈঠক করে। দেশের ৪৬০টি উপজেলায় ২ হাজার ৯০টি সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার সুপারিশ করলেও বাস্তবায়ন হয়নি। মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে পুরো প্রক্রিয়া।

৪৬০টি উপজেলায় সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ দুই হাজার ৯০টি। বর্তমানে কর্মরত আছেন ১৬শ' জনের মতো। চারশ'-এর বেশি পদ শূন্য রয়েছে। একজন সহকারী শিক্ষা অফিসারকে ৩০ থেকে ৪০টি প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০৪ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার গুরুত্ব অনুধাবন করে। এ কমিটি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি একযোগে সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এই সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্ম পরিধি ও পদমর্যাদা বিবেচনা করে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারদের চাকরি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার সুপারিশ নেয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে বিষয়টি সর্বশেষ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে আসে অনুমোদনের জন্য। এই মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ মাসের পর মাস ফেলে রাখে আর একের পর এক প্রশ্ন তুলছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। সরকারি বিধান অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অনেক কাগজপত্র ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঘাটতিগুলো পূরণ করলেই চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হবে।